প্রথম আলো

তারিখ ... 18 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

উচ্চশিক্ষা ■ এ এইচ এম কামাল

ইভনিং মাস্টার্স, নাকি ব্যবসা

শিক্ষাদানের সঙ্গে ব্যবসার ব্যবহারিক সম্পর্ক যুগে যুগেই নেতিবাচক হিসেবে বিবেচ্য হয়ে আসছে। অর্থ ও বিত্তের লোভ পরিত্যাগ করে শিক্ষকেরা মনোনিবেশ করে আসছেন জাতি গঠনে। আর এ জন্যই জাতির মেরুদণ্ডের শুরু হিসেবে শিক্ষকেরা পেয়ে আসছেন সমাজের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। কিন্তু নিজে একজন শিক্ষক হিসেবে বড়ই কষ্ট পাই, যখন দেখি সেবাদানে ব্রত না হয়ে আমাদের সহকর্মীরাই শিক্ষাকে ব্যবসার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছেন।

ইদানীং ইভনিং মাস্টার্স নামে শিক্ষায় ব্যবসার যে নতুন মেকরেণ হয়েছে, তা উদ্বেগের বিষয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার লক্ষ্যে আয়-রোজগার বাড়ানোর চাপ না থাকায় শিক্ষকেরা এযাবৎ শিক্ষাকে ব্যবসার উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা তেমন করেননি। কিন্তু হঠাৎ করে এমন কী চাপ তৈরি হলো যে তাদের ইভনিং মাস্টার্সের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজতে হচ্ছে? শিক্ষাদানের এই পথের বিরুদ্ধে লেখার তাড়না অনুভব করি নিচের কিছু কারণে।

১. ব্যাপারটি শুরু করার প্রক্রিয়াটি এত সহজ যে ইউজিসির অনুমোদনও দরকার হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কিছু কমিটি পাস করিয়ে দিলেই বিপদ উদ্ধার, ব্যবসার শুরু। অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধির বিধিগুলো পাস হয় যেসব কমিটিতে, আর্থিক বিধানগুলো পাস হয় অন্য সব কমিটিতে (সিন্ডিকেট ব্যতীত)।

২. নিয়মিত মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হতে (সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে) লাগে এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকা। সেখানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভনিং মাস্টার্সে ভর্তি হতে লাগে ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা। তার মানে, প্রায় ৫০ গুণ বেশি। এসব টাকা ব্যয় হয় বিভাগীয় উন্নয়ন তহবিলে (যৎসামান্য), বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে (যৎসামান্য), পরিচালনা কমিটির সম্মানী হিসেবে ও পাঠদানকারী শিক্ষকদের সম্মানী হিসেবে। কাজেই বুঝতেই পারা যাচ্ছে, কতগুলো তহবিল (যৎসামান্য) ও ব্যক্তি লাভবান হচ্ছে। এমনকি উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশই ইউজিসির অডিটের (সম্ভবত সব অডিটেরই) বাইরে থাকায় ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

৩. অধিক অর্থ দিয়ে ভর্তি হওয়ায় সনদ পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর একধরনের অধিকার জন্মে যায়, যার প্রতিফলন বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই পাওয়া যায়। ফলে পাস করিয়ে দাও, টিকে থাক সাত্ত্বা-মাস্টার্স—এই নীতিতে শুরু হয়ে যেতে পারে মান নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সমঝোতা।

৪. কথায় বলে, যেখানেই টাকার গন্ধ, সেখানেই বেশি দুর্গন্ধ। বিভিন্ন দায়িত্ব ও কোর্স বণ্টন নিয়ে তৈরি হয় বিভেদ, যা শিক্ষার পরিবেশকে কেবল কলুষিত করতে পারে।

৫. শিক্ষকদের পরিচালনা কমিটিতে কাজ করার ও পাঠদানের জন্য অধিক কোর্স নেওয়ার একধরনের নীরব যুদ্ধ চলে। এমনকি নিয়মিত কোর্সের পাঠদানে ও ফলাফল প্রকাশে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৬. ভর্তি-প্রক্রিয়াটিও যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। বেশির ভাগ ছাত্রই কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। ভর্তি পরীক্ষায় আবেদনকারী ও উপস্থিতির সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও সর্বনিম্ন যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি করিয়ে ভর্তির সংখ্যা বাড়ানোর প্রবণতা কাজ করে।

৭. বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী চাকরিজীবী। এটা দায়িত্ব নিয়েই বলা যায়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের যে মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়, তা ইভনিং মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থীই অসফল হবে। কিন্তু বাস্তবে কি তা হচ্ছে?

এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, যদি প্রতি লেকচারের সম্মানী ৫০০ টাকা করা হয় এবং পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সম্মানী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বাড়তি দায়িত্ব পালনের সম্মানীর (ক্ষেত্রবিশেষে ৮০০ থেকে দুই হাজার টাকা) সমান করা হয়, তবে সেই সব বিভাগ ও উদ্যোগী শিক্ষকেরা পিছু হটবেন। কাজেই টাকা উপার্জনই সেখানে প্রধান লক্ষ্য। আর যদি তা-ই হয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও শিক্ষার মানে ছাড় দিয়ে শিক্ষার পরিবেশকে আরও এক ধাপ পিছিয়ে দিচ্ছে, যা ইউজিসিসহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবার সময় হয়েছে।

● এ এইচ এম কামাল : বিভাগীয় প্রধান, সিএসই বিভাগ, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
kamal@jkkniu.edu.bd